সুচিত্রা · উত্তম
অভিনীত

Released 21-11-1958

নবারুণ চিত্র নিবেদিত

সূর্য্য তোরণ

পরিচালনা · **অগ্রদূত** · সঙ্গীত · **হেমন্ত**

শ্রেষ্ঠাংশে

সুচিত্রা সেন

উত্তমকুমার

●

তৎসহ

ছবি বিশ্বাস
অসিতবরণ
বিকাশ রায়
কালী বন্দ্যো
কমল মিত্র
ভানু বন্দ্যো
তুলসী চক্র
গঙ্গাপদ বসু
শোভা সেন
জহর রায়
শিশির বটব্যাল
শিশির মিত্র
মিহির ভট্টাচার্য্য

প্রভৃতি

কাহিনী

বি-টেক্ ফাইনালে প্রথম হওয়া অবধার্য ছিল সোমনাথের,-কিন্তু হলো সুব্রত। অবিচারে সোমনাথ ক্ষুব্ধ হলো। সোমনাথ সন্ধান করতে লাগলো তার আদর্শমত প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির।

একদিন মনের মতন গুরু সে পেলে। বিপ্রদাস স্থাপতো বৈপ্লবিক চিন্তার পরিচয় দেওয়ার জন্য আজ অনাদৃতপ্রতিভা—অর্থ, খ্যাতি, কোন

কিছুতেই তার ভ্রূক্ষেপ নেই। এমনি গুরুই চাইছিল সোমনাথ। সুব্রত যোগ দিলে নামকরা ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান ইউ, এন, চ্যাটার্জীর সহকারী হয়ে। মালিক মিঃ চ্যাটার্জীর আরো একটা অভিপ্রায় ছিল—সুব্রতকে তার একমাত্র সন্তান অনীতার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে জামাতা করে নেবার।

মিঃ চ্যাটার্জীর সে-অভিপ্রায় ফলপ্রসূ হতে দিলেনা রাজশেখর—বহু বিরাট প্রতিষ্ঠানের সেও মালিক। রাজশেখরের মনে ছিল প্রতিহিংসার আগুন। ভুলতে পারেনি সে তার শৈশবের কথা যেদিন ঐ মিঃ চ্যাটার্জীর লোকই তার অসহায়া রুগ্না মাকে তাদের বস্তীর ঘর থেকে বের করে দেয়। দীর্ঘদিন ধরে সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিহিংসার পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে এসেছে রাজশেখর। আজ সে ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তির উচ্চতম সোপানে অধিষ্ঠিত। একটু একটু করে জাল বিছিয়ে মিঃ চ্যাটার্জীর ভাগ্যটা নিজের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। তবে, মিঃ চ্যাটার্জীকে জাল থেকে মুক্ত করতে পারে সে, যদি অনীতা তার পত্নীত্বে রাজী হয়।

কিন্তু অনীতার মন তখন বাঁধা পড়েছে অন্যত্র। একটা স্বপ্নকে রূপায়িত করে তুলতে হবে অনীতাকে। 'সূর্য্যতোরণ' গড়ে তুলবে সে ; বস্তীর কদর্য, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ছেড়ে দরিদ্র মানুষকে আলো হাওয়ায় বাঁচার মতো জীবনে অধিষ্ঠিত করতে চায় সে। কিন্তু একদিন অনীতা জানতে পারলে তার পিতার ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথা। জানতে পারলে রাজশেখরের দাবীর কথাটাও। পিতার মান-মর্যাদা রাখতে অনীতা রাজী হল রাজশেখরের প্রস্তাবে। কিন্তু সর্ত—রাজশেখরকে তার "সূর্য্যতোরণ" বাস্তব করে তোলার ভার নিতে হবে।

সোমনাথ নিজের ভাগ্য বিপ্রদাসের সঙ্গেই জড়িয়ে নিয়েছিল ; বিপ্রদাসের মৃত্যুতে তারও ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটলো। অবস্থার চাপে একদিন তাকে কলকাতা থেকে দূরে রাঙামাটিতে কারখানার কুলীর কাজ নিতে হল। কারখানার মালিক মিঃ চ্যাটার্জী। ঘটনাক্রমে সোমনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল অনীতার। একটা পুরাণো অপমানের শোধ নিলে অনীতা কুলি সোমনাথকে অপমান করে।

সোমনাথের প্রতিভা তবুও একদিন স্বীকৃতি পেল। রাজশেখরের বড়ো হওয়ার মূলে ছিল যে শিবশঙ্কর তারই সহায়তা সোমনাথকেও খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠা এনে দিলে। সোমনাথের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে রাজশেখর তাকে বন্ধু করে নিলে। কৃতকার্যের জন্য অনীতার সেদিন অনুতাপের অন্ত রইল না।

'সূর্য্যতোরণ' গড়ে তোলার ভার পড়লো সোমনাথের ওপর। সুব্রতর তখন বড় দুরবস্থা। একটা কাজ সে ভিক্ষা করলে সোমনাথের কাছে, শুধু বেঁচে থাকার জন্যে। সোমনাথ ভাবলে না নিজের কথা, সুব্রতর জন্যে অতীতে তার ক্ষতির কথা—'সূর্য্যতোরণ' গড়ার কাজটাই দিয়ে দিলে সুব্রতকে। শুধু একটা সর্ত সোমনাথ আরোপ করে রাখলে।

'সূর্য্যতোরণ' হল, কিন্তু সোমনাথের সর্ত সুব্রত পালন করেনি। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো সোমনাথ তার ধ্যান ও স্বপ্নের 'সূর্য্যতোরণ' এর বিকৃত রূপ দেখে। ভেঙে চুরমার করে দিলে। অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো সোমনাথকে কিন্তু বিচারে মুক্তি পেল।

দিন এল রাজশেখরের কাছে অনীতার প্রতিশ্রুতি পালনের। সোমনাথও নিমন্ত্রিত—রাজশেখর আর অনীতা দুজনেরই নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছে সে। বিবাহের লগ্ন এসে যায়, কিন্তু……… !!

গান

(১)

হোক না আকাশ মেঘ্‌লা
আসুক না ঝড় বাদ্‌লা
তবুও তুই সুমুখ পানে
চল্‌রে না হয় এক্‌লা ॥

যদি থাকে সাধনা
আজ না হলেও কাল যে পাবি ফল
ফুল ফোটাবে মরুর বুকে
তোর নয়নের জল।

যদি কাঁটায় পায়ে রক্ত ঝরে
তবুও চল একলা— ॥

এই জীবনে কিছুই যে ভাই ফেলার নয়
একদিন এই ছোটই শেষে বড় হয়।

তুই নিজেও জানিস্ না
কি যে আছে নিজের ভিতর তোর
আস্‌বে ওরে এই রাত্রি শেষে সূর্য্য ওঠার ভোর।

যদি আঁধার পথে হারাস্ দিশা
তবুও চল এক্‌লা ॥

(২)

ওরা তোদের গায়ে
মার্‌বে লাথি
ওরা মার্‌বে লাথি চিরদিন
তোদের মুখে জ্বাল্‌তে প্রদীপ
দারিদ্রটাই আলাদ্দিন।

ওদের সাত মহলা ঘরে জ্বলে হাজার বাতির ঝাড়
তোদের ভাঙ্গা ঘরে সিঁদ কাটেরে
ডাকাত অন্ধকার।

তবু ওদের ডেকে বলবি তোরা সেলাম সেলাম
ওদের ডেকে বলবি 'হুজুর'
এই গোলামের সেলাম নিন
তোদের মুখে............ ॥

রাজভোগ না পেলে ফোলে
ওদের কাকাতুয়ার ঝুঁটি
আর তোরা ভাবিস্ কেমন কোরে
জুটবে তোদের রুটি।

ওদের কোর্‌তে সেবা
ভুলিস্ কেন মনিব ওদের নাম
তোদের প্রাণের ঠাকুর
কুলি সেজে ফেলেন মাথার ঘাম
এই তো তোদের দাম।

তবু ওদের ডেকে বল্‌বি তোরা সেলাম সেলাম
বল্‌বি হুজুর অধমটাকে চরণ সেবার সুযোগ দিন্।

(৩)

আমার জীবনে নেই আলো
আছে আলেয়ারি হাতছানি
বলিতে পারি না মুখে কিছু
আমারে বোঝ না তাই জানি।

ঝরে যাওয়া মালা শুধু জানে গো
কি যে ব্যথা বাজে এই প্রাণে গো
যে প্রদীপ নিভে যায় আঁধারে
সে যে আমারই ভাগ্য নেয় মানি।

সুমুখের পথে ওগো চলিতে
যে ছায়া পিছনে তুমি ফেলে যাও
তারি মাঝে মিশে আমি থাকি গো
তাই আমারে দেখিতে তুমি নাহি পাও।

যে স্রোত নদীতে ঐ বয়ে যায়
তার দুটি পাশে দুটি কুল আছে হায়
সেই স্রোত কার মন রাখে গো
তারে দুটি কুলই নিতে চায় টানি।

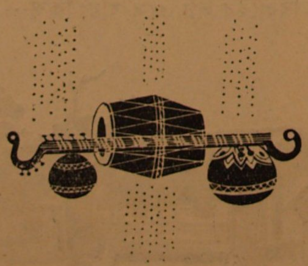

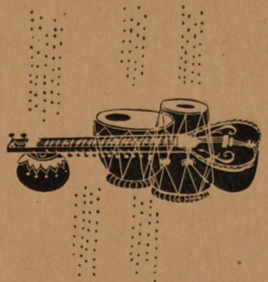

(৪)

তুমি তো জানো না আমার এ হাসিতে
কত ব্যথা ঢেকে রেখেছি
তোমারে আমি যে আমার এ বাঁশিতে
কতবার কত ডেকেছি
কত নামে কত ডেকেছি ॥

আকাশে যে রামধনু জাগে
তারে আকাশেই জানি ভাল লাগে
মিছেই আমার হৃদয়ে
তারি রঙে ছবি এঁকেছি ॥

কত নদী মরুতে হারায়
ছিঁড়ে যায় কত ফুলডোর
না জ্বলিতে নেভে কত দীপ
ওগো সেইটুকু সান্ত্বনা মোর
পুড়ে মরে যদি প্রজাপতি
তাতে প্রদীপের কিবা বল ক্ষতি
তাই নিজেরে লুকায়ে
কত ব্যথা ভুলে থেকেছি ॥

(৫)

এ আড়াল আর সহিতে পারি না
ওগো অকরুণ।

যে আঘাত দাও বহিতে পারি না
ওগো অকরুণ ॥

তবু সেই তো আমার সঞ্চয়
তুমি বেদনার মাঝে যা দিলে,
আমারে কাঁদায়ে জানি গো—
নিজেও যে শেষে কাঁদিলে।

এ আঁধারে আর রহিতে পারি না ॥

তোমার মতই একাকী
আমি প্রতিটি নিমেষে কাঁদিব
তোমার আমার মাঝে গো
কেমনে বা সেতু বাঁধিব।

হায় ব্যথার রাখাল নিশিদিন
পরাণে যে বাঁশি বাজাবে
শ্রাবণ বেলার কালো মেঘ
মোর ফাগুণ আকাশ সাজাবে
নিজেরে যে আর বহিতে পারি না ॥

ওগো অকরুণ।

নবারুণ চিত্র প্রাইভেট লিঃ
নিবেদিত

সূর্য্যতোরণ

প্রযোজনা—নৃপেন্দ্র নাথ সমাদ্দার

চিত্রনাট্য—অগ্রদূত

কাহিনী ও গান—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

চিত্রশিল্পী— বিভূতি লাহা, বিজয় ঘোষ
শব্দযন্ত্রী— ... যতীন দত্ত
সম্পাদনা— ... বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জ্জী
শিল্পনির্দ্দেশনা—সত্যেন রায় চৌধুরী, সুধীর খান
রূপসজ্জা— ... বসীর আমেদ
কর্ম্মসচিব— ... সুশীল সেন গুপ্ত
ব্যবস্থাপনা— ... রমেশ সেন গুপ্ত
দৃশ্য অঙ্কণ— ... জগবন্ধু সাউ
পরিচয় লিপি অঙ্কণ— ... অনুপকান্তি
প্রচার সচিব— ... ক্যাপস্

স্থির চিত্র গ্রহণ—স্যাংরিলা

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায়—সলিল দত্ত, দেবাংশু মুখার্জ্জী, সীতাংশু ঘোষ। চিত্র গ্রহণে—দিলীপ মুখার্জ্জী, বৈদ্যনাথ বসাক। সঙ্গীত পরিচালনায়—সমরেশ রায়। ব্যবস্থাপনায়—সুবোধ দে। শব্দ ধারণে—শৈলেন পাল, ধীরেন্দ্র কুণ্ডু। দৃশ্য সজ্জায়—সুকুমার দে। সম্পাদনায়—রমেন ঘোষ। রূপসজ্জায়—বটু গাঙ্গুলী, রমেশ দে। আলোক সম্পাতে—সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শম্ভু ঘোষ, অমূল্য দাস।

সহ ভূমিকায়

কবিতা রায় (অতিথি), কমলা অধিকারী, বীরেশ্বর সেন, শৈলেন মুখার্জ্জী, সলিল দত্ত, গৌর সী, ধীরাজ দাস, দেবেন ব্যানার্জ্জী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, প্রীতি মজুমদার, মাঃ দীপক, মিঃ ব্রাইটার, সুধীর বোস, গণেশ ঘোষ, জ্যোতি সেন, অজিত ঘোষ এবং আরও অনেকে।

কণ্ঠ-সঙ্গীতে—হেমন্ত, সন্ধ্যা। যন্ত্র-সঙ্গীতে—ক্যালকাটা অর্কেস্ট্রা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এম্, পি, প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ, অগ্রদূত চিত্র, শ্রীমতী গৌরী চ্যাটার্জ্জী, এস্, এম্, গোস্বামী, প্রঃ সুশীল সেন, ক্যালকাটা টেকনিক্যাল স্কুল, দেবসন্স প্রাঃ লিঃ, সোনোরাস্, মহেন্দ্র দত্ত ছাতা, ধ্রুব মিত্র, ডি, এন, সেন, হারাধন দাস, সুমন সরকার, ডি, বি, সেন, শ্রীমতি কণিকা সেন, শঙ্কর মিত্র, জি, ডি, আগরওয়ালা (নিস্কো), চন্দ্রাভন রামনিবাস, আনন্দবাজার পত্রিকা, ওরিয়েন্টাল ফায়ার ওয়ার্কস।

ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত
ও
ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সঙ্গীত পুনর্মুদ্রণের সর্ব্বস্বত্ব কল্যাণী ফিল্মস প্রাঃ লিঃ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত।
কল্যাণী ফিল্মস প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষ হইতে ক্যাপস্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত,
জুবিলী প্রেস, কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত।

পরিবেশক
কল্যাণী ফিল্মস প্রাইভেট লিঃ